আকিদাতুত তাহাবি

[সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাগ্রন্থ]

সূচিপত্র

অবতরণিকা	১৫
প্রথম অধ্যায় : তাওহিদ ও শিরক	১৯
দ্বিতীয় অধ্যায় : কাদিম ও কাইয়ুম	২৪
তৃতীয় অধ্যায় : খালিক ও রব	৩১
চতুর্থ অধ্যায় : সৃষ্টির সীমা, পরিমাপ ও অদৃশ্যের জ্ঞান	৩৬
পঞ্চম অধ্যায় : আল্লাহর ইচ্ছা ও ফয়সালা	৩৯
ষষ্ঠ অধ্যায় : আল্লাহর প্রতিদ্বন্দ্বী ও সমকক্ষ কেউ নেই	৪৫
সপ্তম অধ্যায় : রিসালাত	৪৮
অষ্টম অধ্যায় : কুরআন	৫৩
নবম অধ্যায় : আল্লাহর গুণাবলি অনন্য ও অতুলনীয়	৫৬
দশম অধ্যায় : আল্লাহর দর্শন লাভ	৫৮
একাদশ অধ্যায় : ইসরা ও মিরাজ	৬৬
দ্বাদশ অধ্যায় : নবিজির সুপারিশ	৬৯
ত্রয়োদশ অধ্যায় : তাকদির	৭২
চতুর্দশ অধ্যায় : লাওহে মাহফুজ	৭৭
পঞ্চদশ অধ্যায় : আরশ ও কুরসি	৮২

ষোড়শ অধ্যায় : আল্লাহর সাথে বন্ধুত্ব ও কথোপকথন ৮৭
সপ্তদশ অধ্যায় : আহলুল কিবলা ৯২
অষ্টাদশ অধ্যায় : আল্লাহর সত্তা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা ৯৪
ঊনবিংশ অধ্যায় : মুসলিম যখন গুনাহ করে ৯৭
বিংশ অধ্যায় : ঈমানের যত স্তর ১০৪
একবিংশ অধ্যায় : ঈমানের মূলভিত্তিসমূহ ১০৭
দ্বাবিংশ অধ্যায় : ফাসিক ও মুরতাদ ১১১
ত্রয়োবিংশ অধ্যায় : ইসলামি শাসক ও খলিফার আনুগত্য ১১৮
চতুর্বিংশ অধ্যায় : আল্লাহু আ'লাম, মোজার ওপর মাসেহ, জিহাদ ও হজ ১২৩
পঞ্চবিংশ অধ্যায় : কতিপয় সম্মানিত ফেরেশতা ১২৬
ষড়বিংশ অধ্যায় : পুনরুত্থান ও আখিরাত ১৩০
সপ্তবিংশ অধ্যায় : দুআ ও প্রার্থনা ১৩৮
অষ্টাবিংশ অধ্যায় : নবিজির প্রিয় সাহাবিগণ ১৪২
ঊনত্রিংশ অধ্যায় : আল্লাহর ওলিগণ ও তাদের কারামত ১৪৭
ত্রিংশ অধ্যায় : কিয়ামতের আলামত ১৫০
একত্রিংশ অধ্যায় : আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ ১৫৩
শেষকথা ১৫৭

দশম অধ্যায়

আল্লাহর দর্শন লাভ

এক. জান্নাতবাসীদের জন্য আল্লাহ তাআলাকে দেখার বিষয়টি শতভাগ সত্য। তবে সে দেখা হবে বিনা বাধায়, বিনা পরিবেষ্টনে এবং (আমাদের বোধগম্য) কোনো মাধ্যম ছাড়াই। যেমনটি কুরআনুল কারিমে বর্ণিত হয়েছে, 'সেদিন অনেক মুখমণ্ডল হবে উজ্জ্বল সজীব। তারা তাদের পালনকর্তার দিকে তাকিয়ে থাকবে।'[১]

পালনকর্তার দিকে তাকানোর ধরন ও প্রকৃতি সম্পর্কে আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন। তিনি যেভাবে চান সেভাবেই এটি ঘটবে। এ ব্যাপারে বিশুদ্ধ হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা বলেছেন অবিকৃতভাবে তা-ই গ্রহণ করতে হবে। হাদিসে তিনি যে অর্থ উপস্থাপন করেছেন সে অর্থই মেনে নিতে হবে। আমরা নিজেদের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে কোনো ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে যাব না। একইভাবে নিজেদের পক্ষ থেকে কোনো চিন্তা ও বিশ্বাসের কথা বলে বেড়াব না। কারণ দ্বীনের ব্যাপারে সে-ই কেবল ভ্রান্তি ও পদস্খলন থেকে নিরাপদ থাকতে পারে, যে নিজেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট সমর্পণ করে এবং যেসব বিষয় তার কাছে সংশয়যুক্ত মনে হয় সেগুলো সে বিজ্ঞ কারো কাছ থেকে জেনে নেয়।

---

[১] সুরা কিয়ামাহ, আয়াত : ২২-২৩

ব্যাখ্যা

কুরআনের আয়াত ও নবিজির হাদিস থেকে এটা প্রমাণিত যে, হাশরের ময়দানে মুমিনগণ স্বচক্ষে আল্লাহ তাআলার দিদার বা দর্শন লাভ করে ধন্য হবে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে—

'সেদিন অনেক মুখমণ্ডল হবে উজ্জ্বল সজীব। তারা তাদের পালনকর্তার দিকে তাকিয়ে থাকবে।[১]

'যারা সৎকর্ম করেছে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ এবং তারও চেয়ে বেশি (পুরস্কার)। আর মলিনতা কিংবা অপমান তাদের মুখমণ্ডলকে আবৃত করবে না। তারাই হলো জান্নাতবাসী। সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে।'[২]

আল্লাহর রাসুল 'যিয়াদাহ' (বেশি)-এর ব্যাখ্যা হিসেবে আল্লাহ তাআলার দিদার লাভের কথা বলেছেন। হাদিস থেকে জানা যায়, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'তোমরা তোমাদের রবকে এই চাঁদ দেখার মতো দেখতে পাবে। তাঁকে দেখতে তোমাদের কোনো কষ্ট হবে না।'[৩]

মানুষ সেদিন আল্লাহ তাআলাকে দেখতে পাবে নিজের চোখে। হৃদয়ের চোখে নয়, বরং স্বচক্ষে। তবে তাদের এই দেখা আল্লাহ তাআলাকে পরিপূর্ণভাবে পরিবেষ্টন করতে পারবে না। কেননা কোনো মাখলুকের পক্ষে আল্লাহ তাআলাকে পুরোপুরিভাবে দেখা সম্ভব নয়।

আল্লাহ তাআলার দিদার লাভ জান্নাতের অন্যতম নিয়ামত, যা কেবল জান্নাতবাসীরাই লাভ করতে পারবে। আলিমদের মতে, আল্লাহ তাআলার দর্শনলাভ-সংক্রান্ত হাদিসের সংখ্যা গুনে শেষ করা যাবে না। এই আয়াত ও হাদিসগুলোর অর্থ— কিয়ামতের দিন মুমিনগণ আল্লাহ তাআলাকে নিজ চোখে দেখতে পারবে। সেখানে কোনো আড়াল বা পর্দা থাকবে না। কুরআন ও হাদিসে যা এসেছে আমরা তা-ই বিশ্বাস করি। এখানে নিজেদের অসম্পূর্ণ জ্ঞান দিয়ে এমন কোনো ব্যাখ্যা করব না,

---

[১] সুরা কিয়ামাহ, আয়াত : ২২-২৩

[২] সুরা ইউনুস, আয়াত : ২৬

[৩] *সহিহ বুখারি* : ৫৫৪, ৫৭৩, ৪৮৫১, ৭৪৩৪-৭৪৩৬; *সহিহ মুসলিম* : ৬৩৩

যা বাস্তবতা বিরোধী হয়। মানুষ যদি দ্বীনের ব্যাপারে চিন্তার বক্রতা থেকে বাঁচতে চায়, তাহলে তাকে অবশ্যই কুরআন ও হাদিসে বর্ণিত বিষয়গুলোর ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসুলের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে। যদি কোনো কিছু তার কাছে অস্পষ্ট মনে হয়, তাহলে সেই জ্ঞান মহান স্রষ্টার কাছে পেশ করতে হবে। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে—

'তিনিই আপনার ওপর কিতাব নাযিল করেছেন। তাতে কিছু আয়াত রয়েছে মুহকাম (সুস্পষ্ট), সেগুলোই কিতাবের মূল অংশ। আর অন্যগুলো মুতাশাবিহ (দ্ব্যর্থবোধক)। সুতরাং যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে, কেবল তারাই ফিতনা সৃষ্টি এবং অপব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে মুতাশাবিহ আয়াতগুলোর অনুসরণ করে। অথচ সেগুলোর (আসল) ব্যাখ্যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। আর যারা জ্ঞানে সুগভীর তারা বলে, আমরা এসবের প্রতি ঈমান এনেছি। এসবই তো আমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। আর জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে।'[১]

☆☆☆

দুই. আত্মসমর্পণ ও বশ্যতা স্বীকার করা ছাড়া কেউ ইসলামের ওপর অবিচল থাকতে পারে না। যে ব্যক্তি এমন বিষয়ে জ্ঞান খুঁজে বেড়াবার চেষ্টা করে, যা তার নাগালের বাইরে এবং মানবীয় বুদ্ধিকে পেছনে রেখে নির্দ্বিধায় আত্মসমর্পণ করতে সংকোচবোধ করে, সে ব্যক্তি নির্ভেজাল তাওহিদ, স্বচ্ছ মারিফাত[২] ও বিশুদ্ধ ঈমান থেকে বঞ্চিত হয়। এরপর সে কুফর ও ঈমান, সত্যায়ন ও মিথ্যারোপ এবং স্বীকার ও অস্বীকারের মাঝে প্রবঞ্চক, দিশেহারা ও সংশয়গ্রস্ত হয়ে ঘুরপাক খেতে থাকে। সে পরিপূর্ণ ঈমানদারও হতে পারে না, আবার সম্পূর্ণরূপে কাফিরও হতে পারে না।

ব্যাখ্যা

ইসলামে প্রকৃতভাবে সে ব্যক্তিই প্রবেশ করতে পারে, যে কুরআন ও হাদিসে বর্ণিত সকল বিষয় বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নেয় এবং বিশ্বাস ও আনুগত্যের মাধ্যমে সেগুলো অনুসরণ করে। সে কোনো ধারণা, অভিমত ও নিজস্ব ব্যাখ্যা দিয়ে কুরআন-হাদিসের

---

[১] সুরা আলি-ইমরান, আয়াত : ৭

[২] মারিফাত শব্দের আভিধানিক অর্থ কোনো বিষয়ে জানা এবং পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান লাভ করা। কিতাবি ভাষায় বলা যায়, মহান আল্লাহ, সমগ্র সৃষ্টিজগৎ ও নিজের বাস্তবতা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করাকে মারিফাত বলে।

বিরোধিতা করে না। কারণ এমন কিছু জ্ঞান রয়েছে, যা কোনোভাবেই অর্জন করা যায় না। আল্লাহ তাআলা সেগুলো সৃষ্টিজীবের নাগালের বাইরে রেখেছেন এবং যা কেবলই তাঁর ফয়সালা ও হিকমার সাথে সম্পৃক্ত। মানুষ যখন এই ধরনের জ্ঞানের পেছনে ছুটতে শুরু করে, সেই সাথে মানবীয় জ্ঞান ও বোধকে পেছনে রেখে কুরআন-হাদিসের প্রতি আত্মসমর্পণ করতে চায় না, তখন সে প্রকৃত ও নির্ভেজাল তাওহিদ থেকে বঞ্চিত হয়। সে নির্মল ও খাঁটি মারিফাতও লাভ করতে পারে না। আনুগত্য, আত্মসমর্পণ এবং মেনে নেওয়ার গুণের ওপর যে ঈমানের ভিত্তি, তা থেকেও সে বঞ্চিত হয়। সারাক্ষণ দোদুল্যমান থাকে সত্য-মিথ্যার মাঝে, শরিয়তের বিধানের প্রতি বিশ্বাস-অবিশ্বাস এবং স্বীকার-অস্বীকারের মাঝে। তাকে ঘিরে সংশয় বাসা বাঁধে, অমূলক চিন্তা তাকে আঁকড়ে ধরে থাকে। সে উদ্ভ্রান্ত হয়ে পড়ে, কখনো স্থির হবার সুযোগ পায় না। সে খাঁটি মুমিনও হতে পারে না, আবার সে কাট্টা কাফির হিসেবেও চলতে পারে না। কেননা প্রকৃত ঈমান হলো, দ্বীনের সবকিছু সত্যায়ন করা এবং নির্দ্বিধায় মেনে চলা। এমনকি যেসব বিষয়ের হিকমত ও রহস্য আমরা উদ্‌ঘাটন করতে পারি না এবং আমাদের সাধারণ বুদ্ধিবিবেক দিয়ে যা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়, সেগুলোও প্রশান্ত চিত্তে মেনে নেওয়া। কারণ এ ব্যাপারে আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। সুতরাং আমরা বুঝি আর না-বুঝি, বিনা বাক্যব্যয়ে তা মেনে নেব এবং আনুগত্য প্রকাশ করব। এটাই প্রকৃত ঈমানের দাবি।

☆☆☆

তিন. জান্নাতবাসীর জন্য আল্লাহ তাআলার দর্শন পাবার ক্ষেত্রে এমন ব্যক্তির ঈমান বিশুদ্ধ হবে না, যে এই বিষয়টিকে কল্পনার বস্তু মনে করবে কিংবা নিজেদের সীমিত জ্ঞানের আলোকে অপব্যাখ্যা করার চেষ্টা চালাবে। আমরা আল্লাহ তাআলার অন্যান্য গুণ-সহ তাঁর সাক্ষাৎ লাভের ক্ষেত্রে কোনো মনগড়া ব্যাখ্যা করব না, বরং সেটিকে অবিকৃতরূপে গ্রহণ করে নেব। এটাই মুসলিমের দ্বীন ও বিশ্বাস। যে ব্যক্তি আল্লাহর গুণাবলির ক্ষেত্রে অস্বীকৃতি ও তাশবিহ (সাদৃশ্য স্থাপন) থেকে বেঁচে থাকতে পারল না, সে পথভ্রষ্ট হলো এবং যথাযথভাবে আল্লাহ তাআলার পবিত্রতা ঘোষণা করতে ব্যর্থ হলো। কারণ আমাদের মহামহিম প্রতিপালক একক গুণাবলি দ্বারা বিশেষিত এবং অনন্য বিশেষণে ভূষিত। সৃষ্টিজীবের কেউ তাঁর গুণে গুণান্বিত নয়।

ব্যাখ্যা

জান্নাতবাসীদের আল্লাহ তাআলার দর্শন লাভের ব্যাপারটিকে যারা নিজেদের সীমিত চিন্তা-উপলব্ধি আর ধারণাপ্রসূত জ্ঞান দিয়ে ব্যাখ্যা করে অথবা দর্শনের ধরন জানার দাবি করে, আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভের ক্ষেত্রে তাদের ঈমান বিশুদ্ধ নয়। এ ধরনের মানুষ মূলত ভ্রষ্টতার শিকার এবং আল্লাহ তাআলার দর্শন পাবার বিষয়ে এদের পরিপূর্ণ ঈমান নেই। কেননা দর্শনের স্বরূপ ও ধরন আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। দর্শন ও আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য সকল বিষয়ের ক্ষেত্রে সঠিক ব্যাখ্যা এটাই যে, দুনিয়ার জীবনে মানুষের জ্ঞাত ও পরিচিত কোনো কিছুর মাধ্যমে এগুলোর ব্যাখ্যা ও ধরন বর্ণনা না করা। আমরা আল্লাহ তাআলার দর্শন লাভের বিষয়ে বিশ্বাসী, তবে তার ধরন কেমন হবে তা আমরা জানি না। আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সংবাদের প্রতি আমরা বিশ্বাস রাখি এবং বিনা বাক্যব্যয়ে তা মেনে নিই। আর এভাবে আত্মসমর্পণ করাটাই হলো মুসলিমদের দ্বীন, যা নবিজির মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা আমাদের কাছে প্রেরণ করেছেন।

দুটি বিষয় থেকে মুসলিমদের বেঁচে থাকা খুব জরুরি। যথা—

» আল্লাহ তাআলা নিজের ব্যাপারে যে গুণের কথা বলেছেন তা মেনে না নেওয়া, বিকৃত করা এবং তিনি যে অর্থে এটা বলেছেন, সেই প্রকৃত অর্থের বদলে ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করা।

» সাদৃশ্য স্থাপন করা। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার সত্তা, কর্ম, নাম ও গুণাবলির কোনো একটির সঙ্গে মানুষ বা সৃষ্টিজীবের সাদৃশ্য স্থাপন করা।

কুরআনুল কারিমে এই দুটি বিষয়কে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, 'কোনো কিছুই তাঁর অনুরূপ নয়। তিনি সব শোনেন, সবকিছু দেখেন।'[১]

আয়াতের প্রথমাংশে সাদৃশ্য ও প্রতিসাম্য হওয়াকে স্পষ্ট ভাষায় রহিত করা হয়েছে এবং দ্বিতীয়াংশে আল্লাহ তাআলার গুণাবলিকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। ফলে এই ছোট্ট একটি আয়াতে তানযিহ (মাখলুকের সাদৃশ্য থেকে পবিত্রতা) ও ইসবাত (আল্লাহর গুণাবলি উপস্থাপন করা) দুটি বিষয়ই চলে এসেছে।

---

[১] সুরা শুরা, আয়াত : ১১

এই দুটি বিষয় (তানযিহ ও ইসবাত) যে মানবে না, সে আকিদাগতভাবে ভ্রান্তির শিকার হবে। সে ব্যক্তির আকিদা বিশুদ্ধ হবে না, আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে সঠিক ধারণায় সে পৌঁছতে পারবে না এবং আল্লাহকে যথাযোগ্য পবিত্র হিসেবে মেনে নিতে ব্যর্থ হবে। আল্লাহ তাআলা সব ধরনের অংশীদার, সমকক্ষ ও প্রতিপক্ষ থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। কারণ আল্লাহ তাআলা সত্তা, কর্ম, নাম, গুণ, সৃষ্টি ও নির্দেশের ক্ষেত্রে এক ও অদ্বিতীয় হওয়ার গুণাবলি ধারণ করে আছেন। তিনি এক, স্বতন্ত্র ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোনো অংশীদার নেই। বৈশিষ্ট্য ও চরিত্রের দিক থেকেও তিনি অনন্য। তাঁর মতো কেউ নেই, না সত্তার বিবেচনায়, না কর্মের প্রসঙ্গে, না গুণের বিচারে। কোনো পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁর মতো কেউ নেই।

☆☆☆

চার. তিনি সীমা, পরিধি, অঙ্গাপ্রত্যঙ্গ ও উপাদান-উপকরণের বহু ঊর্ধ্বে। তিনি এসব থেকে পবিত্র। যাবতীয় উদ্ভাবিত সৃষ্ট বস্তুর মতো তাঁকে ছয় দিক পরিবেষ্টন করতে পারে না।

ব্যাখ্যা

তিনি সীমা ও পরিধির ঊর্ধ্বে। তিনি এসব থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। এমন কোনো সীমা বা পরিব্যাপ্তি নেই, যা আল্লাহ তাআলাকে বেষ্টন করতে পারে এবং এমন কোনো প্রান্ত নেই, যা আল্লাহ তাআলা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। এর অর্থ এই নয় যে, তিনি তাঁর সৃষ্টি ও সৃষ্টের সাথে মিশে আছেন; বরং তিনি তাঁর সৃষ্টি থেকে পৃথক ও ভিন্ন। কারণ তিনি অঙ্গাপ্রত্যঙ্গ এবং উপাদান-উপকরণ থেকে পবিত্র। অর্থাৎ বান্দার মতো অঙ্গাপ্রত্যঙ্গ থাকা, লাভ অর্জন ও ক্ষতি দূরীকরণের সকল উপায়-উপকরণ থেকে তিনি মুক্ত। এগুলো থেকে তিনি পুরোপুরি পবিত্র এবং এসবের বহু ঊর্ধ্বে।

আমরা আল্লাহ তাআলার থেকে সাদৃশ্য দূরীকরণ এবং মাখলুকের সকল বৈশিষ্ট্য থেকে তাঁকে পবিত্র বলে স্বীকার করি। পাশাপাশি কুরআনে বর্ণিত তাঁর নামসমূহ আর গুণাবলিও যথাযথভাবে তাঁর জন্য সাব্যস্ত করি। আমাদের প্রগাঢ় বিশ্বাস, কুরআনে যা বর্ণনা করা হয়েছে তা প্রকৃত অর্থেই আল্লাহ তাআলার জন্য সাব্যস্ত, তবে আমরা তাঁর অবস্থা ও ধরন সম্পর্কে জানি না। আল্লাহ তাআলার শানে যেভাবে এটি উপযুক্ত, সেভাবে আমরা তাঁর জন্য নির্ধারণ করে থাকি। তবে তাঁর ধরন সম্পর্কে আমাদের জানা নেই। এ ব্যাপারে কেবল তিনিই জানেন।

মাখলুক যেমন ছয় দিক (ওপর-নিচ, ডান-বাম, সামনে-পেছন) থেকে পরিবেষ্টিত থাকে, আল্লাহ তাআলাকে সেভাবে এই দিকগুলো পরিবেষ্টন করতে পারে না। তিনি এ বিষয়টি থেকে পূত-পবিত্র। তবে এই কথাটির দ্বারা আল্লাহর জন্য দিকগুলোকে পুরোপুরি অস্বীকার করা হচ্ছে না। কারণ আল্লাহ তাআলার জন্য উলু (ঊর্ধ্ব) দিকটি নিঃসন্দেহে প্রমাণিত। তিনি সবার ও সবকিছুর ঊর্ধ্বে অবস্থান করেন। এখানে তিনি সকল দিক থেকে পবিত্র বলতে বোঝানো হয়েছে, মাখলুকের মতো তাঁকে ছয় দিক পরিব্যাপ্ত ও পরিবেষ্টন করতে পারে না।

এখানে ইমাম তাহাবি রাহিমাহুল্লাহ যদি আহলুল কালামদের এই পরিভাষাগুলো উল্লেখ না করতেন, তাহলে বেশি ভালো হতো। তবে আমরা এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে, আহলুল কালামরা যে উদ্দেশ্যে এই শব্দগুলো প্রয়োগ করে, তিনি সে উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেননি। কারণ তিনি পরিষ্কার ভাষায় আল্লাহ তাআলার জন্য উলু (ঊর্ধ্ব) দিক ও ওয়াজহ (মুখ)-সহ সকল সিফাত সাব্যস্ত করেছেন। তাই (বিভ্রান্তি এড়াতে) এখানে এ সমস্ত কালামি পরিভাষা ব্যবহার না করলেই ভালো হত। কারণ এই শব্দগুলো যেমন বাতিল অর্থ ধারণ করে তেমনি হক অর্থও ধারণ করে।

বস্তুত এ পরিভাষাগুলো দু-ধরনের ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রাখে। তাই এমন দ্ব্যর্থবোধক বাক্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ-র অবস্থান হলো, লেখকের ব্যাখ্যা জানার পরই তার ব্যাপারে (হক ও বাতিলের) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে, এর আগে নয়। সুতরাং 'তিনি সীমা ও পরিধি থেকে পবিত্র'—এই কথাটির দ্বারা লেখক যদি এটি বুঝিয়ে থাকেন, আল্লাহ তাআলা কোনো স্থান বা গণ্ডির ভেতর সীমাবদ্ধ নন, তাহলে তার বক্তব্যটি সঠিক। আর যদি এই বাক্যের মাধ্যমে লেখকের উদ্দেশ্য এমন থাকে যে, আল্লাহ তাআলা উলু (ঊর্ধ্ব) সীমা বা ঊর্ধ্বের দিকেও নন, তাহলে তার বক্তব্যটি ভুল ও বাতিল। কারণ তখন আল্লাহ তাআলা যে তাঁর সকল সৃষ্টির ঊর্ধ্বে আছেন তা অস্বীকার করা হবে।

'তিনি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে পবিত্র'—এই বাক্যের মাধ্যমে যদি লেখক এটি বোঝাতে চান, আল্লাহ তাআলার গুণাবলি (চোখ, হাত, নাক, মুখ ইত্যাদি) মানুষের (চোখ, হাত, নাক, মুখের) মতো নয় এবং এগুলোর ধরন ও বৈশিষ্ট্য মানুষের ধরন ও বৈশিষ্ট্যের মতো নয়, তাহলে লেখকের বক্তব্যটি সঠিক। আর যদি তিনি এটা বোঝাতে চান যে, আল্লাহ তাআলার কোনো চেহারা নেই, তাঁর কোনো হাত নেই, তাঁর কোনো চোখ-নাক-মুখ নেই, তাহলে বক্তব্যটি ভুল ও বাতিল।

তেমনিভাবে 'তাঁকে ছয় দিক পরিবেষ্টন করতে পারে না'—এই বক্তব্য দিয়ে তিনি যদি এটা বোঝাতে চান যে, আল্লাহ তাআলার কোনো দিকই নেই, তিনি ঊর্ধ্বে, নিম্নে, ডানে, বামে, সামনে, পেছনে কোনো দিকেই অবস্থান করেন না, তাহলে বক্তব্যটি ভুল ও বাতিল বলে গণ্য হবে। কারণ ছয়দিকের কোনো দিকেই না থাকা মানে তো একপ্রকার অস্তিত্বহীনতা; বরং বলা যায় এটা অসম্ভব এক সত্তার বৈশিষ্ট্য, যে কিনা ছয়দিকের কোনোদিকেই অবস্থান করে না। এটা তো সুস্পষ্ট কুফর। কারণ এটা আল্লাহ তাআলার বাণীর বিপরীত কথা এবং এমনটা বলা তাঁর অস্তিত্বকে অস্বীকার করার নামান্তর। আর যদি তিনি এই বাক্যের মাধ্যমে এটি বুঝিয়ে থাকেন, তিনি কোনো স্থান ও দিকের মধ্যে সীমাবদ্ধ নন, তখন বক্তব্যটি সঠিক বলে বিবেচ্য হবে। আল্লাহ তাআলাই সবচেয়ে ভালো জানেন।

সারকথা

কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তাআলাকে চর্মচক্ষুর সাহায্যেই দর্শন লাভ করা যাবে। মুমিনরা আক্ষরিক অর্থেই তাঁকে দেখতে পাবে, তবে কেউ তাঁকে দৃষ্টি দিয়ে পরিবেষ্টন ও পরিব্যাপ্ত করতে পারবে না। এই-সংক্রান্ত সকল হাদিসের ক্ষেত্রে মূলনীতি এটাই। তাই মুসলিমদের কর্তব্য হলো, এ সকল ক্ষেত্রে যারা অপব্যাখ্যা করে, তাদের বাক্যালাপ থেকে বেঁচে থাকা এবং নিষ্ক্রিয়বাদীদের বক্তব্য থেকে দূরে থাকা। পাশাপাশি আমাদের এটাও মনে রাখতে হবে, আল্লাহ তাআলা সকল নশ্বরতা ও অস্থায়িত্ব থেকে পবিত্র এবং সকল সৃষ্টির সাদৃশ্য থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

জিজ্ঞাসা

» হাশরের ময়দানে আল্লাহ তাআলার দর্শন লাভের অর্থ কী?

» সিফাত-সম্পর্কিত যে সমস্ত আয়াত ও হাদিস আছে সে ব্যাপারে একজন মুসলিমের কেমন বিশ্বাস থাকা উচিত?

» 'আল্লাহ তাআলাকে ছয় দিক পরিবেষ্টন করতে পারে না'—এই কথাটি ব্যাখ্যা করুন।

একাদশ অধ্যায়

ইসরা ও মিরাজ

এক. মিরাজের ঘটনা শতভাগ বিশুদ্ধ, সত্য। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তাআলার অপার করুণায় রাতের বেলা (মক্কা থেকে আকসায়) ভ্রমণ করেছেন। আর (সেখান থেকে) তাকে সশরীরে জাগ্রত অবস্থায় আসমানে ওঠানো হয়েছে। এরপর ঊর্ধ্বজগতে আল্লাহ তাআলার ইচ্ছানুযায়ী একটি স্থানে নেওয়া হয়েছে। সেখানে তিনি তাঁর নবিকে যথাযোগ্য সম্মানে ভূষিত করেছেন এবং তার প্রতি যে বার্তা অর্পণ করার কথা ছিল তা অর্পণ করেছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা দেখেছেন তার হৃদয় তা মিথ্যা বলেনি।[১] আল্লাহ তাআলা তার প্রতি দুনিয়া ও আখিরাতে শান্তি বর্ষণ করুন।

শাব্দিক অর্থ

মিরাজ—শব্দটি উরুজ থেকে আগত, যার অর্থ ঊর্ধ্বগমন। ঊর্ধ্বে আরোহণের জন্য ব্যবহৃত মাধ্যমকে মিরাজ বলে।

---

[১] অর্থাৎ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিরাজের রাতে যা কিছু নিজ চোখে দেখেছেন, তার অন্তর সেগুলো যথাযথভাবেই উপলব্ধি করেছে এবং আল্লাহ তাআলার সীমাহীন ক্ষমতাকে সম্পূর্ণ বাস্তব বলে মেনে নিয়েছে।

ব্যাখ্যা

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ বিশ্বাস করে, আল্লাহ তাআলা নবিজিকে সজ্ঞানে সশরীরে ঊর্ধ্বজগতে ভ্রমণ করিয়েছেন। যে রাতে তাকে মক্কা থেকে জেরুজালেমে নিয়ে যাওয়া হয়, সে রাতেই এ মিরাজ সম্পন্ন হয়েছে। মক্কা থেকে জেরুজালেমের সফরকে বলা হয় ইসরা, যা কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। কুরআনুল কারিমে বর্ণিত—

'পবিত্রতা ও মহিমা সেই মহান সত্তার, যিনি তাঁর বান্দাকে রাতে ভ্রমণ করিয়েছেন (মক্কার) মাসজিদুল হারাম থেকে (জেরুজালেমের) মাসজিদুল আকসা পর্যন্ত—যার আশপাশ আমি বরকতময় করেছি; তাকে আমার নিদর্শনসমূহ দেখানোর জন্য। নিশ্চয়ই তিনি সবকিছু শোনেন, সবকিছু দেখেন।'[১]

তিনি মাসজিদুল আকসায় নবি ও রাসুলগণের ইমামতি করেছেন। এরপর আল্লাহ তাআলা তাকে সশরীরে সপ্তম আকাশ পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়েছেন। তিনি এই ঊর্ধ্বভ্রমণে সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত গিয়েছেন। সিদরাতুল মুনতাহার কাছেই 'জান্নাতুল মাওয়া' অবস্থিত। আল্লাহ তাআলা বিভিন্নভাবে নবিজিকে সম্মান ও মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। যেমন : আল্লাহ তাআলা কোনো মাধ্যম ছাড়া সরাসরি তার সাথে কথা বলেছেন। তিনি তাকে এমন স্থানে ভ্রমণ করিয়েছেন, যেখানে অন্য কেউ কখনো পৌঁছতে পারেনি। মহান আল্লাহ একান্তে মতবিনিময় করেছেন তার সাথে। জান্নাত ও জাহান্নামের অবস্থা স্বচক্ষে দেখার সুযোগ করে দিয়েছেন। তার প্রতি যে বার্তা দেওয়ার তা প্রদান করেছেন। পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের বিধান কার্যকর করেছেন। তিনি যা দেখেছেন তার হৃদয় তা মিথ্যা বলেনি। অর্থাৎ, স্বপ্নের মাধ্যমে নয় বরং আক্ষরিক অর্থেই তিনি নিজ চোখে সব দেখেছেন। মিরাজের রাতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা কিছু দেখেছেন সবই সত্য ও বাস্তব। আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় রাসুলের সম্মানার্থে এবং সকল নবি-রাসুলের ওপর তাকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদানের লক্ষ্যে এই ঊর্ধ্বভ্রমণের ব্যবস্থা করেছেন। এই বিশেষ রাতের যতগুলো আশ্চর্যজনক ঘটনার বিবরণ নবিজির কাছ থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে বুখারি-মুসলিম ও অন্যান্য হাদিসগ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে, তার সবই সত্য ও বাস্তব।

---

[১] সুরা ইসরা, আয়াত : ১

দুই. হাউজে কাউসার সত্য, যা আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় রাসুলকে দান করেছেন, যেন তিনি হাশরের ময়দানে এর দ্বারা তার উম্মতের পিপাসা নিবারণ করতে পারেন।

ব্যাখ্যা

এই হাউজের বর্ণনা হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। আলিমদের মতে, এই হাউজ-সম্পর্কিত হাদিসের সংখ্যা অগণিত। হাদিসে যা আলোচনা করা হয়েছে তার সারকথা হলো, এটি একটি বিরাট হাউজ, যার পানি জান্নাতের নহর থেকে আসে। দুধের চেয়ে সাদা এর পানির রং, মধুর চেয়েও মিষ্টি এর স্বাদ এবং মিশকের চেয়েও বেশি এর সুঘ্রাণ। দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে একই সমান, অর্থাৎ এটা বর্গাকার একটি হাউজ। এর এক কোণ থেকে আরেক কোণের দূরত্ব এক মাসের পথ। এই হাউজের পাত্রগুলো আকাশের তারকার মতো উজ্জ্বল হবে। যে এই হাউজ থেকে এক বার পানি পান করবে সে আর কোনোদিনও তৃষ্ণার্ত হবে না। হাশরের ময়দানে এটিই হবে সবচেয়ে বড় হাউজ। এর পানি সর্বাধিক সুমিষ্ট এবং সবচেয়ে বেশি মানুষ এই হাউজ থেকে পানি পান করবে। হাশরের ময়দানে এই পানি পান করে মুমিনগণ তাদের তৃষ্ণা মেটাবে। আল্লাহ তাআলা এই বিশেষ অনুগ্রহ প্রদানের মধ্য দিয়ে নবিজিকে অন্য সবার ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তাই আল্লাহ তাআলার কাছে আমরা প্রার্থনা করি, বিচার দিবসের ভয়াবহ মুহূর্তে তিনি আমাদের সবাইকে হাউজে কাউসারের পানি পান করার তাওফিক দান করেন।

সারকথা

ইসরা তথা পবিত্র মক্কা থেকে বাইতুল মাকদিসের ভ্রমণ সত্য। মিরাজ তথা ঊর্ধ্বাকাশ পানে ভ্রমণ সত্য। আকাশে নবিজির প্রতি বিশেষ প্রত্যাদেশ আসা সত্য। হাউজে কাউসার সত্য। এ-সম্পর্কিত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীগুলোও সত্য।

জিজ্ঞাসা

» যে ব্যক্তি নবিজির ইসরাকে অস্বীকার করে তার ব্যাপারে বিধান কী?

» তিনি ইসরা ভ্রমণে কোথায় গিয়েছেন এবং মিরাজ ভ্রমণে কোথায় গিয়েছেন?

» রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাউজ সম্পর্কে আপনি কী জানেন?